অসুস্থতা ও মৃত্যুর উপর যীশুর ক্ষমতা

(Power over Sickness & Death)

লূক লিখিত সুসমাচার ৮: ৪০-৫৬ পদ

আজ আমরা লূক লিখিত সুসমাচারের ৮ অধ্যায়ের শেষ অংশ থেকে শিখব। এই অধ্যায়ের ২৫ পদে যীশুর শিষ্যরা একে অন্যকে একটি প্রশ্ন করেছে, ***"ইনি তবে কে?"*** ৪টি বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে লূক এই অধ্যায়ে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেয়েছে, এবং তাদের দ্বারা প্রকৃতির উপর (২২-২৫), মন্দ-আত্মার উপর (২৬-৩৯), রোগ-ব্যধির উপর (৪৩-৪৮) এবং মৃত্যুর উপর (৪০-৪২, ৪৯-৫৬) যীশুর ক্ষমতাকে লূক তুলে ধরেছে। এর আগে আমরা প্রকৃতির উপর ও মন্দ-আত্মার উপর যীশুর ক্ষমতাকে দেখেছি, আজ আমরা রোগ-ব্যধি ও মৃত্যুর উপর যীশুর ক্ষমতাকে দেখব।

এই অধ্যায়ের বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে যীশুর ক্ষমতার যে প্রকাশ আমরা দেখতে পাই, তা উপলব্ধি করতে হলে, প্রথমে অলৌকিক কাজ *(miracle)* সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। কারণ একবিংশ শতাব্দীর বেশির ভাগ বিজ্ঞান-প্রেমী, শিক্ষিত মানুষ অলৌকিক ঘটনা সম্বন্ধে সন্দেহ করে থাকে। তাদের বক্তব্য হল, প্রকৃতি একটি বদ্ধ-প্রণালী *(closed system)* হওয়ায়, প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করে কখনও কোনও অলৌকিক কাজ সাধিত হতে পারে না। তাদের এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন্ লেনক্স অলৌকিক কাজ তথা যীশুর পুনরুত্থান সম্বন্ধে একটি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, প্রকৃতির নিয়মকে ভঙ্গ করে যে যীশু মৃত্যুকে জয় করে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন, তা নয়; পরিবর্তে, বাইরে থেকে এই প্রাকৃতিক প্রণালীর মধ্যে ঈশ্বর প্রচুর পরিমাণ ক্ষমতার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিলেন, যার দ্বারা তিনি যীশুকে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত করেছিলেন।

তার এই কথাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি একটি উদাহরণ দিয়েছেন। *"ধরুন, আমি আজ রাতে আমার সিন্দুকে ১,০০০ টাকা রাখলাম। আবার, আগামীকাল রাতে আমি সেখানে আরও ১,০০০ টাকা রাখলাম। কিন্তু পরশু দিন আমি যখন সেই সিন্দুক খুললাম, তখন দেখতে পেলাম সেখানে মাত্র ৫০০ টাকা আছে। এখন, আমি যখন সেই সিন্দুকে ৫০০ টাকা পেলাম, তখন কি তা পাটিগণিতের সূত্রকে ভঙ্গ করেছে? আমরা জানি, ১,০০০ যুক্ত ১,০০০ হল ২,০০০। কিন্তু সেখানে ২,০০০ টাকার পরিবর্তে আছে ৫০০ টাকা। কেন? এখানে, পাটিগণিতের কোনও সূত্র ভঙ্গ করা হয়নি। কারণ, আমরা বুঝতে পারি যে, কোনও চোর সেই সিন্দুকে তার হাত লাগিয়েছে, যার কারণে সেখানে ২,০০০ টাকার পরিবর্তে ৫০০ টাকা আছে। পাটিগণিতের সূত্র চোরকে এই কাজ করা থেকে দূরে রাখতে পারে না।*

ঠিক একইভাবে, যীশুর পুনরুত্থান, এবং সেই সঙ্গে অন্য সমস্ত অলৌকিক কাজ, প্রাকৃতিক নিয়মকে ভঙ্গ করে না। যীশুর পুনরুত্থান বা অন্য কোনও অলৌকিক কাজ যে সত্যকে বর্ণনা করে, তা হল, কেউ একজন তাঁর হাত বিস্তার করেছেন এবং তাঁর অসীম ক্ষমতায় তিনি ইতিহাসের সিন্দুক থেকে কোনও বিষয়কে সরিয়ে দিয়েছেন- মৃত্যুর হুলকে সরিয়ে দিয়েছেন। তাই, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা প্রাকৃতিক প্রণালীকে পূর্ণ মাত্রায় বদ্ধ (closed system) প্রমাণ করতে পারি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা অলৌকিক কাজের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে যুক্তি খাটাতে পারি না।"

লূক তার সুসমাচারে এই কাজটিই করেছে। লূক তার পাঠকদের কাছে যে সত্য তুলে ধরেছে, তা হল, যীশু হলেন মানুষের আকারে প্রকাশিত ঈশ্বর, যিনি তাঁর নিজের হারিয়ে যাওয়া সন্তানদের খুঁজতে ও উদ্ধার করতে স্বর্গ ছেড়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন (১৯:১০)। যায়ীরের মৃত কন্যাকে জীবিত করা ও ১২ বৎসরের প্রদর রোগগ্রস্ত স্ত্রীলোককে সুস্থ করার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বর হিসাবে যীশুর সেই ক্ষমতাকে দেখতে চলেছি, যা প্রাকৃতিক নিয়মকে ভঙ্গ না করেও অলৌকিক কাজ সাধন করেছিল।

ক। যায়ীর যীশুকে অনুরোধ করল: ৪০ পদে লূক যীশুর ফিরে আসার কথা বলেছে, যার অর্থ, গালীল সাগরের পূর্ব পারের গেরাসেনীদের অঞ্চল (২৬ পদ) ত্যাগ করে তিনি কফরনাহূমে ফিরে এলেন। লূক আরও বলেছে, তখন সমস্ত লোক যীশুকে সাদরে গ্রহণ করল, কারণ তারা সেখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

করছিল। সেই সমস্ত লোকের মধ্যে দুইজন ব্যক্তি মরিয়া হয়ে যীশুর সঙ্গে সাক্ষাতের অপেক্ষা করছিল। তাদের মধ্যে একজন হল যায়ীর, যে সমাজ-গৃহের অধ্যক্ষ; এবং অন্যজন একটি স্ত্রীলোক। এই ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে, লূক এর শুরুতে ও শেষে যায়ীরের কথা বলেছে, এবং মধ্যবর্তী অংশে স্ত্রীলোকটির কথা বলেছে।

প্রথমে আমরা যায়ীরের বিষয় দেখব। তাকে সমাজ-গৃহের অধ্যক্ষ বলা হয়েছে। এর অর্থ, সেই সমাজের বুকে যায়ীর হল একজন সম্মানিত ধর্মীয় নেতা, এবং অর্থনৈতিক দিকে থেকেও যতদূর সম্ভব সে যথেষ্ট ধনী। এর আগে আমরা ৪ অধ্যায়ে দেখেছি, এই কফরনাহূম নগরে যীশু অনেক অলৌকিক কাজ করেছিলেন: তিনি অসুস্থদের সুস্থ করেছিলেন (৪:৪০) এবং মন্দ-আত্মাদের দূর করেছিলেন (৪:৪১)। এমনকি, কফরনাহূমের সমাজগৃহের মধ্যে তিনি একজনের মধ্য থেকে ভূত বের করেছিলেন (৪:৩১-৩৫)। ধরা যেতে পারে, যায়ীর এই সমস্ত ঘটনার সাক্ষী ছিল।

৪২ পদে যায়ীরের দুশ্চিন্তার কথা বলা হয়েছে, তার একটি মাত্র কন্যা ছিল, যার বয়স ছিল ১২ বৎসর। সেই কন্যা এতখানি অসুস্থ হয়েছিল যে, তাকে মৃতপ্রায় বলা হয়েছে। তার কী রোগ হয়েছিল, তা আমরা জানি না। কিন্তু সেই রোগ ছিল খুবই মারাত্মক, যেহেতু যীশুকে ডাকতে আসার অল্প পরেই তার মৃত্যুর খবর যায়ীরের বাড়ীর লোকেরা বয়ে এনেছিল। যাইহোক, যায়ীর কিন্তু যীশুর দ্বারা অলৌকিক কাজ সাধিত হতে দেখেছে, তাই সে বিশ্বাস করেছিল যে, যীশু তার মৃতপ্রায় একমাত্র কন্যাকে সুস্থ করতে পারেন। আর তাই যায়ীর তার একমাত্র কন্যাকে সুস্থ করতে এতখানি মরিয়া ছিল যে, সে সকলের সামনে যীশুর পায়ে পড়ে অনুরোধ করেছিল, যীশু যেন তার বাড়ীতে তার কন্যাকে দেখতে আসেন (৪১ পদ)। তাকে সেই কাজ করতে দেখে লোকে কী বলবে, যায়ীর সে বিষয় চিন্তা করেনি। তার কন্যাকে সুস্থ করতে যায়ীর এতখানি মরিয়া ছিল যে, সে যীশুর কাছে আসতে তার সামাজিক প্রতিপত্তি, পদমর্যাদা, বা শিক্ষা-দিক্ষাকে বাধা হিসাবে দেখেনি। যীশুও নিজের ব্যস্ততার অজুহাত দেখিয়ে তাকে নিরাশাগ্রস্ত করেননি, তিনি তার অনুরোধ রেখেছেন। কিন্তু যায়ীরের সঙ্গে তার বাড়ীতে যাবার পথে একটি ঘটনা ঘটে, যা যীশুকে যায়ীরের বাড়ীতে পৌঁছাতে বিলম্ব ঘটায়।

খ। প্রদর রোগগ্রস্ত স্ত্রীলোককে যীশু সুস্থ করেন: যায়ীরের অনুরোধে যীশু যখন তার বাড়ীর উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন, তখন তাঁর সঙ্গে তাঁর শিষ্যরা এবং সেই অসংখ্য জনতাও পথ চলতে শুরু করে। ৪২ পদ অনুসারে, তাদের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, তারা যীশুর উপর চাপাচাপি করে পড়ছিল। আর তাঁর উপর চাপাচাপি করে পড়তে থাকা সেই সমস্ত লোকের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক ছিল, যে যীশুকে স্পর্শ করবার জন্য মরিয়া ছিল।

কারণ সেই স্ত্রীলোকটি ছিল একটি বিশেষ রোগে রোগাক্রান্ত এবং সে মনে মনে বিশ্বাস করেছিল যে, যীশুকে স্পর্শ করার দ্বারা সে সুস্থ হবে। এখন, ৪৩ পদে সেই স্ত্রীলোকটির রোগের কথা বলা হয়েছে, ***"সে ১২ বৎসর অবধি প্রদর রোগগ্রস্ত হয়েছিল, যে চিকিৎসকদের পেছনে সর্বস্ব ব্যয় করেও কারও দ্বারা সুস্থ হতে পারেনি।"*** এর অর্থ, সেই স্ত্রীলোক আভ্যন্তরীন (জরায়ু-ঘটিত) রক্তক্ষরণ রোগে রোগাক্রান্ত ছিল। একটু আগে আমরা দেখেছি যায়ীরের কন্যার বয়স ছিল ১২ বৎসর। আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই স্ত্রীলোককে যে ১২ বৎসর ধরে এই রোগে কষ্ট পেয়ে চলেছে। এর থেকে খুবই পরিষ্কার যে, সেই স্ত্রীলোক শারীরিক ভাবে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। কেবল তা-ই নয়, লেবীয় ১৫:১৯-৩৩ পদ অনুসারে, স্ত্রীলোকের এমন রক্ত-ক্ষরণ পরিস্থিতিকে অশৌচ বলে গণ্য করা হত। ফলস্বরূপ, সে সর্ব সাধারণের আরাধনা সভায় যোগ দিতে পারত না, অন্য কোনও মানুষের স্পর্শও লাভ করতে পারত না। কারণ, এমন স্ত্রীলোককে যে স্পর্শ করত, তাকেও বিধানের দৃষ্টিকোন থেকে অশুচি গণ্য করা হত। এর অর্থ, বিগত ১২ বৎসর যাবৎ এই স্ত্রীলোক অন্য কোনও মানুষের শারীরিক স্পর্শ লাভ করেনি। সে অনেক ডাক্তার ও কবিরাজের কাছে গেছে, অনেক অর্থ ব্যয়ও করেছে, কিন্তু কোনও লাভ হয়নি (৪৩ পদ)।

কিন্তু স্ত্রীলোকটি যীশুর দ্বারা সুস্থ হতে বেপরোয়া আচরণ করেছে। ৪৪ পদে বলা হয়েছে, ***"সে পিছন দিকে এসে যীশু বস্ত্রের থোপ স্পর্শ করল।"*** স্ত্রীলোকটি মনে মনে এই বিশ্বাস করেছিল যে, সে যদি অন্তত যীশুর জামার টাসেল স্পর্শ করতে পারে,

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

তাহলে সে সুস্থ হবে। তাই সে ভীড়ের মধ্যে যীশুর যত কাছে আসা সম্ভব, কাছে এসেছে এবং যীশুর কাপড় স্পর্শ করেছে। স্ত্রীলোক হিসাবে সামাজিক বাধা ছিল, রক্ত-ক্ষরণ হওয়ায় ধর্মীয় বাধাও ছিল, কিন্তু তার রোগ তাকে এত কষ্ট দিয়েছিল যে, সেই সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করতে সে একাধারে সাহসী ও বিশ্বাসী হয়েছিল। (পাপের যন্ত্রণা কি আমাদের এত কষ্ট দেয়?)।

৪৪ পদ অনুসারে, আশ্চর্য ঘটনা ঘটল, *"তৎক্ষণাৎ তার রক্তস্রাব বন্ধ হল।"* মুহূর্তের মধ্যে স্ত্রীলোকটি সুস্থতা লাভ করল। কিন্তু যীশু দাঁড়ালেন এবং প্রশ্ন করলেন, *"কে আমাকে স্পর্শ করল?"* (৪৫ পদ)। এখন, সেই ভীড়ের মধ্যে যখন সবাই যীশুর উপর চাপাচাপি করে পড়ছিল, তখন যে কেউ ইচ্ছা করে যীশুকে স্পর্শ করতে পারে, তা ভাবা কঠিন। আর যীশুর সেই প্রশ্নের প্রতি যখন সবাই নীরব থাকল, তখন পিতর বলল, *"নাথ, লোকেরা চাপাচাপি করে আপনার উপর পড়ছে?"* অর্থাৎ, পিতরের কথানুসারে, এত ভীড়ের মধ্যে যীশুকে স্পর্শ করাটা কি স্বাভাবিক ঘটনা নয়? কিন্তু যীশু তাকে বললেন, *"আমাকে কেউ স্পর্শ করেছে, কারণ আমি টের পেয়েছি, আমার থেকে শক্তি বের হয়েছে।"* (৪৬ পদ)।

এখন যীশুকে কে স্পর্শ করেছে, তা কি যীশু জানতেন না? সর্বজ্ঞ ঈশ্বর হওয়ায়, তা না জানা যীশুর পক্ষে অসম্ভব। অনেকেই যীশুকে স্পর্শ করছিল, কিন্তু তারা সকলে সুস্থ হয়নি। কিন্তু এই স্ত্রীলোকটি যখন সুস্থ হয়েছিল, তখন *"কে আমাকে স্পর্শ করল,"* এই প্রশ্নের দ্বারা যীশু তাকে সেই সুযোগ দিলেন, যার দ্বারা সে সর্ব সমক্ষে যীশুর ঐশ্বরিক ক্ষমতায় সুস্থ হবার বিষয় সাক্ষ্য দিতে পারে। স্ত্রীলোকটি যখন উপলব্ধি করল যে, সে ধরা পড়ে গেছে, তখন কাঁপতে কাঁপতে যীশুর কাছে এল, এবং তাঁর সামনে প্রণিপাত করে সমস্ত কথা খুলে বলল (৪৭ পদ)। এই স্ত্রীলোকটির ন্যায়, আমাদেরও উচিৎ, ঈশ্বর তাঁর ক্ষমতায় আমাদের জীবনে যে সমস্ত অলৌকিক কাজ করেছেন, তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া। তাই, ৪৮ পদে যীশু তাকে বললেন, *"কন্যা, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করেছে, শান্তিতে ফিরে যাও।"* এই কথার দ্বারা যীশু যে বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তুলে ধরলেন, তা হল, বস্ত্রের থোপ স্পর্শ করার কোনও কুসংস্কার তাকে সুস্থ করেনি, কিন্তু যীশুতে তার বিশ্বাসই তাকে সুস্থ করেছে, যদিও সেই বিশ্বাস ছিল ভয়ে পূর্ণ। (কেবল যীশুতে বিশ্বাস, তেলপোড়া বা জলে বিশ্বাস নয়)।

আমরাও এই স্ত্রীলোকের ন্যায় সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন, একঘরে হয়ে পড়ে থাকতে পারি। কিন্তু প্রভুর অনুগ্রহ আমাদের মতো লোকদের স্পর্শ করতে সক্ষম, এবং তিনি আমাদের সেই আরোগ্য ও শান্তি দানে সক্ষম, যা আমরা অনন্তকাল ভোগ করতে পারি। সমাজাধ্যক্ষের কন্যাকে সুস্থ করা যদিও জরুরি কাজ ছিল, যীশু কিন্তু এই স্ত্রীলোককে সঠিক সুসমাচার দিতে দ্বিধা করেননি। যীশু কেবল অলৌকিক কাজ করেননি, কিন্তু তাদের অর্থ কী (তিনি যে ঈশ্বর), তা তিনি মানুষদের কাছে তুলে ধরেছেন।

গ। যীশু যায়ীরকে আশ্বস্ত করেন: যীশু যখন যায়ীরের বাড়ী যাবার পথে সেই স্ত্রীলোকের সঙ্গে এই সমস্ত কথায় জড়িয়ে পড়েছিলেন, এবং যায়ীর যখন তা নিজের চোখ দিয়ে দেখছিল, তখন উদ্বিগ্ন যায়ীরের মনের মধ্যে কী ঝড় বইছিল, তা আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। সে হয়ত নিজের কন্যার অসুস্থতাকে অনেক বড়ো করে দেখেছিল, আর তাই সেই স্ত্রীলোকের প্রতি যীশুর করুণা দেখে সে সময় নষ্ট করার কথা ভেবেছিল। এই সমস্ত চিন্তা যখন যায়ীরের মনে ঘুরপাক খাচ্ছে, তখন যায়ীরের বাড়ী থেকে একজন এসে যে খবর দিল, তা হল, *"আপনার কন্যার মৃত্যু হয়েছে, গুরুকে আর কষ্ট দেবেন না"* (৪৯ পদ)। সেই কথা শোনা মাত্র যে চিন্তা যায়ীরের মাথায় এসেছিল, তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি, যীশু যদি সেই স্ত্রীলোকটির জন্য সময় নষ্ট না করতেন, তাহলে হয়ত যীশু তার কন্যার মৃত্যুর পূর্বেই তার বাড়ীতে পৌঁছাতে পারতেন ও তাকে সুস্থ করতে পারতেন, তাহলে তার কন্যাকে মরতে হত না (যোহন ১১:২১ পদে মার্থার চিন্তা)। কিন্তু যায়ীরের কন্যার মৃত্যুর কথা শুনে যীশু যায়ীরকে বললেন, *"ভয় কোরো না, কেবল বিশ্বাস কর, তাতে সে সুস্থ হবে"* (৫০ পদ)।

আমাদের মনে রাখতে হবে, ঈশ্বর আমাদের সময় মেনে কাজ করেন না, তাঁর নিজের টাইম-টেবল আছে। যীশু কখনও আমাদের ন্যায় তাড়াহুড়ো করে কাজ করেন না। আমরা চাই, তিনি যেন আমাদের

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

টাইম-টেবল মেনে তাড়াতাড়ি কাজ করেন, কিন্তু তিনি তা করতে বাধ্য নন। তিনি সমস্ত বিষয় নিজের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখেছেন। কিন্তু তা উপলব্ধি করার পরিবর্তে, যখন আমাদের টাইম-টেবল মেনে তিনি কাজ করেন না, তখন আমরা ভাবি, তিনি আমাদের ভালোবাসেন না। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, আমরা যা জানি না, তা যীশু জানেন। আর একজন অসুস্থকে সুস্থ করার চেয়ে একজন মৃতকে জীবিত করা তাঁর কাছে বেশি কঠিন কাজ নয়। কেবল আমাদের বর্তমান সাচ্ছন্দ্য ও সমস্যাহীনতার জন্য নয়, কিন্তু তিনি তাঁর গৌরবার্থে ও আমাদের চূড়ান্ত মঙ্গলের জন্য আমাদের জীবনে কাজ করে চলেছেন। তাই, চোখে দেখা বাস্তবকে উপেক্ষা করে যীশু যায়ীরকে যীশুতে আস্থা রাখতে বলেছেন (২করিন্থীয় ৫:৭)।

কিন্তু অবিশ্বাসী মানুষের কাছে যীশুর এই কথা কেবল হাসির খোরাক জন্মায়। সেই ছবি আমরা যায়ীরের বাড়ীতে দেখতে পাচ্ছি। যায়ীরের কন্যার মৃত্যু হওয়ায়, যায়ীরের বাড়ীতে ভাড়াকরা কাঁদুনেরা এসে জড়ো হয়েছে, পরিবারের সমস্ত লোকের সঙ্গে প্রতিবেশীরাও সেখানে উপস্থিত। তারা সকলে সেখানে যায়ীরের কন্যার জন্য কাঁদছে ও বিলাপ করছে (৫২ পদ)। কিন্তু যীশু তাদের উদ্দেশে বললেন, ***"কেঁদো না, সে মরেনি, ঘুমিয়ে আছে"*** (৫২ পদ)। কিন্তু যায়ীরের কন্যা যে সত্যিসত্যি মারা গেছে, তা তার পরিবারের লোকেরা ও প্রতিবেশিরা ভালো করে পরীক্ষা করেছে। আর তাই, যীশুর সেই কথা শুনে তারা যীশুকে উপহাস করতে লাগল, কারণ তারা জানত যে, সে মারা গেছে (৫৩ পদ)। দু-এক জনের ভুল হতে পারে, কিন্তু এত মানুষ একই ভুল করতে পারে না। যীশু যখন বলেছিলেন, ***"সে ঘুমিয়ে আছে,"*** তখন তিনি ঈশ্বরের দৃষ্টিকোন থেকে আমাদের মৃত্যুকে বর্ণনা করেছিলেন। অবশ্য এর অর্থ, আত্মার নিদ্রা নয়, কিন্তু এর অর্থ, মৃত্যুতে যখন শরীর ও আত্মার সাময়িক বিচ্ছেদ হয়, তখন শরীর পুনরুত্থানের অপেক্ষায় দিন গোনে। মার্থা ও মরিয়মের ভাই লাসারের মৃত্যুকেও যীশু একই ভাষায় বর্ণনা করেছিলেন (যোহন ১১:১১)।

ঘ। যায়ীরের মৃত কন্যাকে যীশু জীবিত করেন: যীশু তাঁর ঘনিষ্ঠ তিন শিষ্য পিতর, যাকোব ও যোহনকে সঙ্গে নিয়ে, এবং সেই কন্যার পিতা ও মাতাকে সঙ্গে নিয়ে মেয়েটির ঘরে প্রবেশ করলেন। ঘরে প্রবেশ করে, ***"তিনি মেয়েটির হাত ধরে ডেকে বললেন, বালিকা, উঠ"*** (৫৪ পদ)। লূক যদিও যীশুর অরামীয় কথার গ্রিক অনুবাদ লিপিবদ্ধ করেছে, মার্ক কিন্তু অরামীয় কথাকে রেখে দিয়েছে, ***"টালিথা, কুমী"*** (মার্ক ৫:৪১)। এই কথার অর্থ, যায়ীর যেমন প্রতিদিন সকালে তার কন্যার কাছে গিয়ে তার মেয়ের হাত ধরে ঘুম থেকে উঠতে বলে, যীশুও তেমনই আদর করে তার কন্যাকে ঘুম থেকে উঠতে বললেন (মা, এবার সময় হয়েছে, ঘুম থেকে উঠে পড়)। ৫৫ পদে বলা হয়েছে, ***"তাতে তার আত্মা ফিরে আসল, ও সে তৎক্ষণাৎ উঠল।"***

এই ঘটনার মধ্যে যীশুর বিস্ময়কর ক্ষমতাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের সবথেকে বড়ো ও মারাত্মক শত্রু হল মৃত্যু। কিন্তু সেই মৃত্যুর উপর যীশু তাঁর ক্ষমতাকে প্রকাশ করার জন্য কোনও লম্ফঝম্ফ করেননি, তার জামার হাতা তাকে গুটাতে হয়নি, কোনও মন্ত্র আওড়াতে হয়নি, কোনও চীৎকার চেঁচামেচি করতে হয়নি, পাখা দিয়ে হাওয়া করতে হয়নি। যীশু কেবল তাকে আদর করে উঠতে বলেছেন, যেন মৃত্যু নিদ্রা ছাড়া আর কিছু নয়। আর এর থেকে আমরা শিক্ষা পাই, আমরা যদি যীশুকে বিশ্বাস করি, তাহলে মৃত্যুকে আমাদের ভয় পাবার কোনও প্রয়োজন নেই। মৃত্যুতে আমাদের আত্মা দেহকে কিছু কালের জন্য ত্যাগ করে, আর তাই মৃত্যু আমাদের কাছে রাতের ঘুম ছাড়া আর কিছু নয়। ঘুম থেকে ওঠা কন্যাকে খাবার দিতেও যীশু আদেশ করেছেন, যার অর্থ, তার অসুস্থতা থেকেও সে সুস্থ হয়েছে।

আজ সেই যীশু তাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতায় আমাদের পাপ থেকে উদ্ধার করতে চান। আর তাই তিনি আমাদেরকে তাঁর দ্বারা সাধিত আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কার্যের পূর্ণতায় আস্থা রাখতে বলেন। তাঁকে যদিও আমরা চোখে দেখতে পাই না, কিন্তু তিনি তাঁর বাক্যের মাধ্যমে তাঁর ক্ষমতার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে চলেছেন। আমরা কি তাঁর বাক্যে আস্থা রেখে তাঁকে আমাদের একমাত্র প্রভু ও পরিত্রাতা হিসাবে গ্রহণ করেছি?

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com